১৪

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 2-4 APR 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

এমন 'অদ্ভুত' ডাকসু কখনও ছিল না

☐ দু'তিনজন ছাড়া কোন নেতা ক্যাম্পাসে আসে না

হাফিজুর রহমান কার্জন ॥ ১৯৯০ সালের ৬ই জুন অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রী সংসদের (ডাকসু) নির্বাচনে নির্বাচিত কর্মকর্তাদের দু'তিনজন ছাড়া কেউই আর ডাকসু ভবনে আসেন না। ২০ জন ডাকসু কর্মকর্তার মধ্যে ভিপি–জিএসসহ প্রায় সকলেই জাতীয় রাজনীতি কিংবা নিজস্ব ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এর আগে এমন ডাকসুর নেতৃত্বে ছিল না কখনও।

ভিপি আমানউল্লাহ আমান গত মাসে গঠিত কেবিনেটে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রীর পদ পান এবং প্রথমদিন সচিবালয়ে গিয়েই মহা কেলেংকারি বাধিয়ে দেন। ডাকসুর কর্মকর্তাদের কয়েকজন আবার চলে গেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ফলে ডাকসু এখন মৃতপ্রায় একটি সংসদ। আবার কয়েকজন নির্বাচিত সম্পাদকের দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতির ফলে এ পদগুলোতে যাদের ভারপ্রাপ্ত করা হয়েছে তারাও ক্যাম্পাসে আসেন না। উল্লেখ্য, '৯০ সালের পর আর ডাকসু নির্বাচন হয়নি।

'৯০ সালের ৬ই জুনের ডাকসু নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্রার্থীরা বিপুল ভোটে পূর্ণ প্যানেলে জয়লাভ করেন। ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হন আমানউল্লাহ আমান। আমানউল্লাহ আমান ১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কেরানীগঞ্জ এলাকা থেকে এমপি নির্বাচিত হন। এখন তিনি বিএনপির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক। গত মাসের ১৯ তারিখ বিএনপির ১০ দিন মেয়াদী মন্ত্রিসভায় আমানউল্লাহ আমান শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রীর পদ পান। নবনিযুক্ত প্রতিমন্ত্রী আমান প্রথমদিন সশস্ত্র, ক্যাডারদের সাথে নিয়ে নিজের দফতরে ঢুকতে গিয়ে বিক্ষুব্ধ কর্মচারীদের ধাওয়া খেয়ে সচিবালয় ত্যাগ করেন। প্রতিমন্ত্রীর ক্যাডারদের হাতে লাঞ্ছনার প্রতিবাদে সচিবালয়ের কর্মচারীরা আমানউল্লাহ আমানকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে ২৪ ঘন্টার মধ্যে তাকে মন্ত্রিসভা থেকে অপসারণ করার দাবি জানায়। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে কর্মচারীদের মধ্যে যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল তা পরে সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। পরিণতিতে বিএনপির পতন ত্বরান্বিত হয়।

ডাকসু জিএস খায়রুল কবীর খোকন এখন বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য। তিনি তাঁর নিজস্ব ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে ডাকসু ভবনে আসেন না।

ডাকসু এজিএস নির্বাচিত হয়েছিলেন নাজিমুদ্দীন আলম। তিনি এখন জাতীয়তা–বাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক। ছাত্রদলের রাজনীতির সংগে জড়িত থাকার কারণে তাকে প্রায়ই ডাকসু ভবনে দেখা যায়।

'৯০ সালের নির্বাচনে যারা ডাকসু ও হল সংসদের কর্মকর্তা নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং এখনও ছাত্র রাজনীতির সংগে জড়িত তারা জানান, '৯০ সালের ডাকসু নির্বাচনে মিলনায়তন সম্পাদক নির্বাচিত হন মোঃ মুনির ডাকসু ঃ পৃঃ ১২ কঃ ২

ডাকসু ঃ এমন অদ্ভুত নেতৃত্ব

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হোসেন। মুনির হোসেন ঠিকাদারির সংগে জড়িত হয়ে পড়ায় ভারপ্রাপ্ত মিলনায়তন সম্পাদক করা হয় ডাকসু সদস্য খোরশেদ আলমকে; কিন্তু ভারপ্রাপ্ত খোরশেদ আলমও এখন আর ক্যাম্পাসে আসেন না। তিনি ব্যবসার সংগে জড়িত।

বিজ্ঞান মিলনায়তন সম্পাদক নির্বাচিত হন হাবিবুল ইসলাম হাবিব। হাবিব এখন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ–সভাপতি। হাবিবকে ক্যাম্পাস বা ডাকসুতে খুব একটা দেখা যায় না।

ছাত্রী মিলনায়তন সম্পাদক নির্বাচিত হন জাহানারা বেগম জ্যোৎস্না। তিনি এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছেন বলে জানা গেছে। জ্যোৎস্না প্রবাসী হবার পর ভারপ্রাপ্ত ছাত্রী মিলনায়তন সম্পাদক করা হয় ডাকসু সদস্য শাহান শাহ খন্দকার সোহেলকে; কিন্তু ব্যবসার সংগে জড়িত থাকার ফলে সোহেলকে এখন ক্যাম্পাসে দেখা যায় না।

সমাজসেবা সম্পাদক নির্বাচিত হন মোঃ মুনির হোসেন মনির। মনির এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছেন বলে জানা গেছে। তার পদে কাউকে ভারপ্রাপ্তও করা হয়নি।

সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত নিয়ামত এলাহী এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক। এ পদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ডাকসু সদস্য শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানিকে। এ্যানি এখন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম–সম্পাদক। এ্যানিকে ক্যাম্পাস ও ডাকসু ভবনে প্রায় প্রতিদিনই দেখা যায়।

সামাজিক আপ্যায়ন সম্পাদক নির্বাচিত হন মিলন মেহেদী। তাকে ক্যাম্পাসে দেখা যায় না। তিনি এখন ব্যবসার সংগে জড়িত বলে জানা গেছে।

ক্রীড়া সম্পাদক নির্বাচিত হন মোহামেডান–এর তৎকালীন গোলরক্ষক ছাইদ হাসান কানন। তিনি গত বছর পর্যন্ত মাঝে মাঝে তার কার্যালয়ে আসতেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া সংক্রান্ত কর্মকান্ডের সংগে জড়িত ছিলেন বলে জানা গেছে।

পরিবহন সম্পাদক নির্বাচিত হন খন্দকার জাহাঙ্গীর আলম। তিনি এখন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সম্পাদক।

ডাকসুর ৯টি সদস্যপদের ১টিতে নির্বাচিত হন নির্মল চন্দ্র দাস। '৯১ সালে ছাত্রদল থেকে ছাত্রলীগে (শা–পা) যোগ দেন তিনি। কিছুদিন আগে তিনি জাতীয় ছাত্র সমাজে যোগ দিয়েছেন।

ডাকসু সদস্য রফিকুল ইসলাম জগলু ও মোহাম্মদ রশীদ আহম্মদ হোছাইনী এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছেন বলে জানা গেছে। রফিকুল ইসলাম জগলু এখন যুক্তরাষ্ট্রে ড্রাইভারের চাকরি করেন বলে তার এক বন্ধু জানায়। ডাকসু সদস্য আ ক ম মিজানুর রহমান ভুঁইয়া ও মোঃ সাজেদুল মামুনকে এখন আর ক্যাম্পাসে দেখা যায় না। তারা দু'জনেই ব্যবসা করছেন বলে জানা গেছে। ডাকসু সদস্য বেনজীর আহমেদ ফারুককে মাঝে মাঝে ক্যাম্পাসে দেখা যায়।

দীর্ঘ ৬ বছর আগে ডাকসুর ২০টি পদে যারা নির্বাচিত হয়েছিলেন তাদের প্রায় সকলেই ছাত্রত্বের গন্ডি পেরিয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছেন, কেউ বিদেশ পাড়ি জমিয়েছেন, কেউ ব্যবসার সংগে জড়িত, কেউ জড়িত জাতীয় রাজনীতির সংগে। অছাত্রদের দিয়ে ডাকসু পরিচালনার ফলে এটি আর ছাত্রদের স্বার্থে পরিচালিত হচ্ছে না, বরং ডাকসুর নেতারা বিএনপি সরকারের ৫ বছরে তদবির করে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেছেন বলে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেছেন। অছাত্রদের এ ডাকসু অবিলম্বে বাতিল করা প্রয়োজন বলেও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ ছাত্ররা মনে করে।

উল্লেখ্য, '৯০ সালের পর উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞার সময়ে একবার এবং বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদের সময়ে একবার ডাকসু নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু প্রথম সময়ে কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের ''বৃদ্ধ নেতাদের'' বিরুদ্ধতা এবং দ্বিতীয় সময়ে একটি শক্তিশালী ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধতার মুখে ডাকসু নির্বাচন হতে পারেনি।